বাংলাদেশ: যুদ্ধাপরাধ আদালতে বিবাদীপক্ষের হয়রানি বন্ধ করুন

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আইনজীবী ও সাক্ষীদের হুমকি প্রদানের অভিযোগ

(নভেম্বর ২, ২০১১ – নিউ ইয়র্ক) – আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে পরিচালনাধীন বিভিন্ন মামলার বিবাদীপক্ষের আইনজীবী ও সাক্ষীদের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের উচিত সে সম্পর্কে তদন্ত করে তা প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পরিচালিত নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার ব্যক্তিরা যাতে সুবিচার পান সে লক্ষ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্তদের আইনজীবীরা অভিযোগ করেছেন যে, সরকারি কর্মকর্তারা তাঁদের হয়রানি করছেন ও গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়েছেন। বিবাদীপক্ষের কয়েকজন সাক্ষী এবং একজন তদন্তকারী বলেছেন আসামীপক্ষকে সহযোগিতা করছেন বলে পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁদের হয়রানি করা হয়েছে এবং গ্রেপ্তারের ভয় দেখানো হয়েছে।

"আসামীপক্ষের আইনজীবী ও সাক্ষীদের হয়রানির ফলে একটি ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়াকে আরো বেশি প্রশ্নবিদ্ধ করবে," বলেছেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিষয়ক পরিচালক, ব্র্যাড অ্যাডামস । "বাংলাদেশ সরকার যদি এ বিচার প্রক্রিয়ার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান তাহলে তাঁদের অবশ্যই বিবাদীর অধিকারকে সম্মান করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে – আসামীপক্ষের আইনজীবী ও সাক্ষীদের যাতে হুমকি না দেওয়া হয় এবং জোর করা না হয় সেটি নিশ্চিত করতে হবে।"

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ দেলোয়ার হোসেন সাইদীর আইনজীবীদের মধ্যে একজনকে এ ধরনের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানতে পেরেছে। সাইদীর বিচার ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পরে তা সে বছরের ২০শে নভেম্বরে নেওয়া হয়। সাইদীর আইনজীবী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই ব্যারিস্টার বলেছেন তিনি যাতে এ কাজ থেকে বিরত থাকেন সে ব্যাপারে উচ্চপদস্থ এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল তিনি যাতে আদালতে সাইদীর প্রতিনিধিত্ব না করতে পারেন সেজন্য তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করার প্রস্তুতি চলছে।

আরেকজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আবদুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধে সেপ্টেম্বরে সংঘটিত এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। রাজ্জাক সেসময় ইউরোপে ছিলেন। তিনি জামিন পেয়েছেন। আইসিটিতে অভিযুক্ত কয়েকজনের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী হিসাবে রাজ্জাকের কাজ করার কথা রয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছে, যে আইসিটির প্রসিকিউটররা রাজ্জাকের বিরুদ্ধেও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনার চিন্তা করছেন এবং বর্তমানের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তিনি যাতে আসামীপক্ষের আইনি লড়াইয়ে পর্যাপ্ত অংশ নিতে না পারেন সেজন্য জারি করা হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আরো জানতে পেরেছে যে, বিবাদীপড়্গের একজন গুরম্নত্বপূর্ণ সাড়্গী গ্রেপ্তার হয়েছে। একজন সাংবাদিক যিনি বিবাদীপড়্গের হয়ে গবেষণা করছিলেন তাঁকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখানো হয়েছে এবং এরপর তিনি জীবনের শঙ্কায় গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন।

এছাড়া বাদীপড়্গের একজন সাড়্গী আসামীপড়্গের আরো নয়জন সাড়্গীর বিরম্নদ্ধে ফৌজদারি মামলা করেছেন। বাদীপড়্গের কয়েকজন সাড়্গী আসামীপড়্গের আইনজীবীদের জানিয়েছেন বাদীপড়্গের আইনজীবীর কাছে তাঁদের বক্তব্য দিতে জোর করা হয়েছে এবং আসামীপড়্গকে সহযোগিতা করার বিরম্নদ্ধে তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সরকারকে এ মর্মে আহ্বান জানাচ্ছে যে, সরকার যেন এসব অভিযোগ তদন্ত করেন এবং এসব কর্মকা- আসামীকে তাঁর বিরম্নদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের পূর্ণ উত্তর প্রদানের ন্যায়ভিত্তিক সুযোগ থেকে যাতে বঞ্চিত করতে না পারে তা নিশ্চিত করেন।

"এসব বিচার প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পাদিত হচ্ছে তার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ এবং সারা বিশ্ব এদেশের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাবে," অ্যাডামস বলেন। "হুমকি ও হয়রানি বন্ধ করার লড়্গ্যে সরকারকে দ্রম্নত ব্যবস্থা নিতে হবে।"

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে অনেকদিন ধরে আহ্বান করে আসছে যাতে একটি আক্রান্ত ব্যক্তি ও সাড়্গী সুরড়্গা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় যা বাদী ও আসামী উভয় পড়্গের সাড়্গীদের সুরড়্গা দেবে। জুন মাসে আইসিটি বিধিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়েছে সেখানে এ আদালতকে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং সাড়্গীদের দৈহিক নিরাপত্তা বিধানের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে যা এড়্গেত্রে একটি গুরম্নত্বপূর্ণ অগ্রগতি কিন্তু হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দৃষ্টিতে এ উদ্যোগ পর্যাপ্ত নয়।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ 'বিবাদী কার্যালয়' প্রতিষ্ঠায় একাধিকবার আহ্বান জানিয়েছে যা একই ধরনের অপরাধ বিচারে অন্যান্য আন্তর্জাতিক আদালতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিবাদী কার্যালয় বাদী ও বিবাদী উভয় পড়্গের মধ্যে 'অস্ত্রের সমতা' নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ন্যায়ভিত্তিক বিচারপ্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার কাজ অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

"এসব বিচার প্রক্রিয়া যাতে ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাধা হয় এবং ন্যায়বিচার হিসাবে বিবেচিত হয় সে লড়্গ্যে আমরা বিস্তারিতভাবে অনেকগুলো প্রস্তাব দিয়েছি," বলেছেন অ্যাডামস। "যে কোনো ন্যায়ভিত্তিক বিচারের মৌলিক স্তম্ভ আসামীর অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো।"